উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০)

উনবিংশ শতকে নব্য ক্লাসিকাল যুগের অবসান ঘটিয়ে রোমান্টিক যুগের বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন একদল কবি, এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ 1 বন্ধু কবি কোলরিজের সঙ্গে ' লিরিক্যাল ব্যালাডস' প্রকাশ করে সূচনা করেন ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। তরুণ বয়স থেকেই তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাইতো তিনি সরল শিশু,উজ্জ্বল সংগীত, সংগীতময় পাখি, বিকশিত তৃণাঞ্চল, আর সবুজ অরণ্য কে দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন তার
কবিতাগুলিকে । ছাত্রাবস্থায় কেমব্রিজে থাকাকালীন তিনি লেখেন ' অ্যান ইভিনিং ওয়ালক' এবং 'ডেসক্রিপটিভ স্কেচেস' - নামক কবিতা দুটি, যেখানে রয়েছে তার নিসর্গ প্রকৃতির স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এবং বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের সহায়তায় প্রকাশ করেন যুগান্তরকারী কাব্য 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' । যেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ১৯ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। যথা - 'উই আর সেভেন, ' দি থ্রন'', মাইকেল'', দি ইডিয়ট বয়'', সিমন'প্রভৃতি। প্রতিটি কবিতার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে নতুন ভাষা, নতুন ভাব ও নতুন আঙ্গিক। এর বিষয় সাধারণ কিন্তু উপস্থাপনার গুনে হয়ে উঠেছে অসাধারণ। এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ' টিনটার্ন এ্যাবে' - কবিতায় কবির প্রকৃতি চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ' লিরিক্যাল ব্যালাডস' - এর ভূমিকায় কবি লিখলেন রোমান্টিক কবিতার বিষয় কি হবে, ভাষা ও ছন্দ কেমন হবে, যার জন্য কাব্যটি ইংরেজি সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৯৭- খ্রিস্টাব্দে কবি সুসান নামে এক গৃহপরিচারিকার স্বপ্নকে নিয়ে লিখলেন 'দি রিভায়ার অফ পোর সুসান' নামক লিরিক কবিতাটি। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন লুসি বিষয়ক কবিতাগুলি। এই লুসি কোন জীবন্ত চরিত্র নয়, সে প্রকৃতির মতোই সহজ-সরল ও নিষ্পাপ। লুসি সম্পর্কে কবির মন্তব্য -

"A violot by a mossy stone
Half hidden from the eye."

' দি প্রিলিউড' - কবির একটি আত্মজীবনীমূলক কাব্য। বন্ধু কোলরিজকে উদ্দেশ্য করে লেখা এই 'গ্রোথ অফ এ পোয়েটস মাইন্ড' ওয়ার্ডসওয়ার্থের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকীর্তিরূপে স্বীকৃত। কাব্যের ১৪ টি খন্ডের মধ্যে ১১ টি খন্ডে কবির বাল্যকাল থেকে যৌবনে ফ্রান্স গমনের বৃত্তান্ত রয়েছে। এখানে কবিমনের বিকাশ যে ভাবে ঘটেছে তাতে এর তুলনা মেলে না।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ' পোয়েমস ইন টু ভলিয়াম'। এই সংকলনের 'রেজুলেশন এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স' কবিতায় রয়েছে এক বৃদ্ধের কথা। এছাড়া 'দি সলিটারি রিপার' - কবিতায় এক কর্মরত নিঃসঙ্গ মেয়ের বিষাদ সুর শোনা যায়।

স্কটল্যান্ডের ইয়ারো নদীকে নিয়ে লিলেন 'ইয়ারো আনভিজিটেড', 'ইয়ারো ভিজিটেড'', ইয়ারো রিভাইজড' । এছাড়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ সারাজীবন ধরে তিনশরও বেশি সনেট রচনা করেছিলেন। এগুলিতে রোমান্টিকতা লক্ষনগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাব বিন্যাস,অলংকারের প্রয়োগ, ছন্দের লালিত্য - সবমিলিয়ে সনেটগুলি হয়ে উঠেছে ইংরেজি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

শুধু ভাবের দিক থেকেই নয় কাব্যের ভাষার দিক থেকেও ওয়ার্ডসওয়ার্থকে যুগশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। তিনিই প্রথম শোনালেন কাব্যের ভাষা অনূভূতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। চলে যাওয়া কবিদের ভাষার জড়তা, কাঠিন্যতাকে বিদায় দিয়ে প্রকৃতি ও মানব মনের অসীম সৌন্দর্যকে অবগাহন করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সত্য-শিব- সুন্দরের আয়োজন হল, সেই পুজোর যজ্ঞের প্রথম ও সার্থক পুরোহিত হলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এই পুরোহিত শুধুমাত্র ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, সকল দেশের, সকল কালের, সকল ভাষার কাব্য কবিতার একটি অবস্মরণীয় নাম।

PREPARED BY BIBEK MAJI (RANIGANJ GIRLS' COLLEGE)